Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 47 - 52
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মধুসূদনের ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ এবং ভারতীয় পুরাণ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ড. আনন্দ ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জি.এল.চৌধুরী কলেজ
Email ID : ananda.glcc@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Revolution, Renaissance, Mythology, The Ramayana, The Mahabharata, Happiness, Sadness.

Abstract

Michael Madhusudan Dutt brought the first revolution in Bengali literature during the renaissance era of the 19th century. Influenced by Western education, literature and culture, Michael composed the poetry book 'Birangana' (1862) with his independent and unique mindset. The sources of the stories in 'Birangana Kavya' is Indian epics and Puranas. He took most of the stories from The Ramayana and The Mahabharata. All the heroines presented by Madhusudan in this poetry book are women of ancient times. As individuals, they are of great stature. In mythology they are significant characters. Behind them lies the vast backdrop of India's past. Not only Shakuntala's identity as an ashrama girl, but also the character of India's emperor Dushyanta is associated with her. The background of Rukmini's story is the crooked political conflict of the royal family in Arabia in ancient India. Behind Jana's story is the location of weak town-streets in the post-war period of Kurukshetra. And she is remembered as the consort of Brihaspati as the cause of a bloody struggle between the gods and demons of ancient times.

Reading the ‘Birangana Kavya’, we feel that Madhusudan was not satisfied with serving the old gods and goddesses in new clothes, but transformed the religious stories taken from the Puranas into human stories. The names remain the same, the structure of the story is the same; He gave a completely new look to the story, characters and speech. If we analyze a little better, we will see that the heroines of Birangana are full of happiness, sadness, hope, despair, pride and anger like the hearts of ordinary women of modern times. As a result, they have come from the high court of the epic to the common people's home premises. They do not have the great scope of the epic. In Birangana's lyrics the characters of the heroines of the poem lack the mystique of mythological solemnity; they appear in ordinary human form. I will try to discuss this topic in detail in my research paper.

Discussion

ভূমিকা : ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের যুগে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে পুরাতত্ত্বের পুনঃ মূল্যায়নের যে প্রয়াস জাগ্রত হয়েছিল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) তারই এক বর্ণিল দৃষ্টান্ত। মধুসূদন ছিলেন 'ইয়ং ব্যাঙ্গল'। তাই ইউরোপীয় সাহিত্যের আঘাত জনিত নবতর রসানুভূতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর যুগ চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে 'বীরাঙ্গনা কাব্য'টি যেন একটি নতুন পুরাণ। ইতালী কবি ওভিদের 'হিরোইদস' কাব্যের আদলে তিনি 'বীরাঙ্গনা কাব্য'টি রচনা করেছেন। ওভিদ মূলত গ্রীক কাহিনী থেকে তার কাব্যের জন্য বিভিন্ন চরিত্র নির্বাচন করেছিলেন। মধুসূদন ওভিদের অনুরাগী পাঠক রূপে তাঁর কাব্যের প্রেরণায় ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারতের উৎস থেকে তাঁর কাহিনী গ্রহণ করেছেন। এই কাহিনীগুলি পৌরাণিক চরিত্র কেন্দ্রীক। কিন্তু তিনি যখন তাঁদের প্রেম মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, তখন তিনি তাঁদের নতুন জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে পরিচয় দানের প্রয়াস করেছেন। তাঁর কাহিনীমূলক কাব্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই তার একাংশ এসেছিল ইউরোপ থেকে। তিনি দেশীয় দেবদেবীর সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য এবং ইউরোপীয় পুরাণের মিলন ঘটিয়েছেন।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য : আমার আলোচনা পত্রটির মধ্যে আমি মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এবং ভারতীয় পুরাণের মধ্যে একটি তুলনামূকল বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করবো।

অধ্যয়নের উৎস : আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে মুখ্য উৎস হিসেবে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'গ্রন্থটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অধ্যয়নের পদ্ধতি : আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে বর্ণনাত্মক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অধ্যয়নের পরিসর : আলোচনা পত্রটিতে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিভিন্ন পত্রগুলির নায়িকা চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে তাঁদের ভারতীয় পুরাণের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে আলোচনা করার প্রয়াস করব।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কাহিনীগুলির উৎস ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরাণ। এই কাব্যে মধুসূদন যাঁদের নায়িকা হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাচীন যুগের নারী। ব্যক্তি হিসেবে তাঁরা বড় মাপের, মহাকাব্যে তাঁরা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাঁদের পশ্চাতে অতীত ভারতের বৃহৎ পটভূমি বর্তমান। শুধুমাত্র আশ্রমবালা হিসেবে শকুন্তলার পরিচয় নয়, তার সঙ্গে ভারত সম্রাট দুষ্মন্তের চরিত্র সংশ্লিষ্ট। রুক্মিণীর কাহিনীর পটভূমিতে রয়েছে প্রাচীন ভারতের আর্যাবতে রাজন্যবর্গের কুটিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। জনার পশ্চাতে আছে কুরুক্ষেত্রের সমরের পরবর্তী সময়ের দুর্বল জনপদ সমূহের অবস্থান। আর প্রাচীন যুগের দেবতা দানবের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কারণ হিসেবে বৃহস্পতির পত্নী তারা স্মরণীয়।

পল্লবে আকাশের আভাসের মতো 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মহাকাব্যের আভাস আছে। এখানে রণদামামা বা রথচক্রের ঘরঘর ধ্বনি নেই; কিন্তু তার প্রসঙ্গ আছে। এখানে বিরাট ব্যক্তি সম্পন্ন পুরুষ উপস্থিত নেই; কিন্তু তাঁদের ইঙ্গিত আছে। 'বীরঙ্গনা কাব্য'টি যেন মহাকাব্যের গাম্ভীর্যে আবৃত। এই কাব্যটি সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক গোলাম মুরশিদ লিখেছেন—

> "বাংলা সাহিত্যে মাইকেল আধুনিকতার অগ্রদূত ছিলেন নিঃসন্দেহে, তবে তাঁর রচনায় পুরনো সাহিত্যের ধারা আপাত দৃষ্টিতে ও আংশিকভাবে বজায় থেকে গিয়েছিল। কারণ তিনি পৌরাণিক দেবদেবীদের নিয়েই তার কাব্য ও নাটক রচনা করেছিলেন। পৌরাণিক দেব-দেবীদের নাম বদল না করলেও দেব দেবীদের তিনি অঙ্কন করেছেন নিজের কল্পনা দিয়ে। পুরনো দেবদেবী নতুন পোশাকে পরিবেশন করে তৃপ্ত হলেন না, বরং রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতদের আদর্শে পুরাণ থেকে নেওয়া ধর্মীয় কাহিনীকেও মানবিক কাহিনীতে রূপান্তর ঘটালেন। নামগুলো পুরনোই থাকল, গল্পের কাঠামোও কিন্তু পুরনো; কাহিনী, চরিত্র এবং বক্তব্যকে তিনি একেবারে নতুন দৃষ্টিতে ঢেলে সাজালেন।"[১]

সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি সম্পর্কে মত প্রকাশ করে বলেছেন—

> "বীরাঙ্গনা কাব্য আকারে প্রকারে অনেকটা অগ্রসর, কিন্তু তারার খেদোক্তির আরম্ভ পড়ে মনে যে আশা জাগে, তা চূর্ণ হতে বেশি দেরি হয় না, এবং কাব্যটি আদ্যন্ত পড়ে ওঠার আগেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> আমরা উপলব্ধি করি যে গ্রন্থটির নামকরণেই ভুল হয়েছে, বীরত্বের কোন চিহ্ন এতে নেই, নারীত্ব বিষয়ে বিদ্রোহী কোন ধারণা নেই, এই তথাকথিত বীরাঙ্গনা সকলেই আসলে অতি দেবতার অশ্রু সর্বস্ব সেবাদাসী।"[২]

কিন্তু আমরা যদি একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকারা আধুনিক কালের সাধারণ নারী হৃদয়ের মত সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, অভিমান ক্ষোভে তরঙ্গিত। ফলে মহাকাব্যের উচ্চ আঙ্গিনা থেকে তাঁরা সাধারণ মানুষের গৃহপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মহাকাব্যের বিরাট ব্যাপ্তি তাঁদের মধ্যে নেই। বীরাঙ্গনার গীত মুখরতায় কাব্যের নায়িকাদের চরিত্রগুলিতে পৌরাণিক গাম্ভীর্যের রহস্যময়তা নেই; তারা সাধারণ মানবী রূপে প্রকাশিত।

এবার বীরাঙ্গনার কয়েকটি পত্রিকা বিশ্লেষণ করে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে— বীরাঙ্গনা কাব্যের 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রটি 'মহাভারত' এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটক থেকে কাহিনীভাগ গ্রহণ করেছেন। মহাকাব্যের শকুন্তলা চরিত্র আভিজাত্যপূর্ণ ও তেজো দীপ্ত। বহুপত্নীক রাজা দুষ্মন্তের কাছে যাতে পরিণামে অনাদৃত না হতে হয় সে সম্বন্ধে নৃসংশয় হওয়ার জন্য শকুন্তলার পুত্র ভবিষ্যতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে এই শর্তসাপেক্ষে শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল। এই পত্রের কাহিনী মধুসূদন সংগ্রহ করেছেন 'মহাভারত' থেকে। মহাভারতের আদি পর্বে ৮৪ থেকে ৮৮ অধ্যায়ে শকুন্তলার কাহিনী রয়েছে। এর সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের কাহিনী। অর্থাৎ মধুসূদনের শকুন্তলা মহাভারত ও কালিদাসের শকুন্তলার সম্মিলিত রূপ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওভিদের 'হিরোইদস'- এর ফিলিপ চরিত্র। মহাকাব্যের এই মহিমান্বিত চরিত্র বীরাঙ্গনাতে অসহায়, দীন ও কুণ্ঠিত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে শকুন্তলার আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র- "সেবিবে/ দাসিভাবে পা দুখানি এই লোভ মনে/ এই চির আশা, নাথ, পোড়া হৃদয়ে।"[৩]

'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার কাহিনী মধুসূদন 'ব্রহ্মাবৈবর্ত' পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। তবে পুরাণে তারা চরিত্রটি যেভাবে লক্ষ্য করি মধুসূদন কিন্তু তারাকে সেভাবে উপস্থাপিত করেননি। 'ব্রহ্মবৈবর্ত' পুরাণে উল্লেখিত তারা সতী-সাধ্বী রমণী। মধুসূদন তাঁর কাব্যে তারাকে সোমের প্রতি দেহজ প্রেমে উন্মাদিনী করে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু পুরাণের মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে সোম। পুরাণের কাহিনী অনুসারে তারা সোম দ্বারা বলপূর্বক লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং সেজন্য তারা সোমকে অভিশাপ দেয়। তারা কদাপি তাকে দয়িত ভাবে বা কামপূরণের উপাদান বলে গ্রহণ করেনি। অতএব পুরাণের তারার পক্ষে গৃহ ত্যাগিনী হওয়ার সংকল্পের কোনো প্রশ্নই নেই। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র তারা রূপজ মোহের উন্মত্ততায় সতীধর্ম ও সামাজিক আদর্শ উপেক্ষা করেছে এবং এটি ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। এই পত্রিকাটি মধুসূদন ওভিদের 'Phoedra to Hippolytus' পত্রের আদলে সৃষ্টি করেছেন। তারাকে ফ্রেডার আদলে নির্মাণ করতে গিয়ে মধুসূদন ভারতীয় পুরাণের মূল কাহিনীকে উল্টে দিয়ে তারাকে কামনীয় নারী সত্তা রূপে উপস্থাপন করেছেন।

'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রিকাটির কাহিনী 'ভাগবত' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। তবে ভাগবতের কাহিনীর অনুসরণ হলেও বীরাঙ্গনার কাহিনীতে ভগবতের তথ্যবিরোধী বর্ণনা রয়েছে। যেমন- 'যৌবনে করিলা কেলি গোপী দল লোয়ে।' ভগবতের হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ চিরদিনের জন্য যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা গমন করেন তখন তিনি আট বছরের বালক মাত্র। অতএব পরবর্তী বয়সে অর্থাৎ যৌবনে তিনি কদাপি বৃন্দাবনে ছিলেন না। মধুসূদনের রচনায় রুক্মিণী পত্রে এক মহিমান্বিত প্রেমগৌরবিনীর চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু ভাগবতে রুক্মিনীর পত্র অধিকতর আভিজাত্যপূর্ণ ও বীরত্ব ব্যঞ্জন। (ভাগবত-১০ স্কন্ধ, ৫৩ অধ্যায়, ৩৭- ৪৪ শ্লোক)

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকার কাহিনী কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে বর্ণিত ঘটনাবলীর অনুরূপ। বীরাঙ্গনায় নীলধ্বজের চরিত্র কাপুরুষোচিত রূপে চিত্রিত। তার মুখ্য কারণ নীলধ্বজের চরিত্র জনার অভিযোগের উপর গঠিত। নীলধ্বজকে প্রত্যুত্তরের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে তার চরিত্র দুর্বল হয়ে গিয়েছে। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে নীলধ্বজ অগ্নিদেবের কাছে অর্জুনকে নরনারায়ণ বলে জানতে পেরে তাঁকে পুনর আক্রমণ করা থেকে বিরত হয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভক্তি ভাবের উদয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়া সমীচীন কিনা তা তর্ক-সাপেক্ষ হতে পারে; কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে এই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সম্পর্কে কোন আলোকপাত নেই। এছাড়া বীরাঙ্গনায় জনার চরিত্রে তেজস্বীতা থাকলেও সে গভীর মর্ম জ্বালায় সাধারণ মানবের মতো বিপক্ষের কৎসা কীর্তন করতে দ্বিধা করে না। তার ফলে জনার চরিত্র মহাকাব্যচিত হয়নি।

'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রের কাহিনী মধুসূদন 'রামায়ণ' থেকে সংগ্রহ করেছেন। রামায়ণে আছে সম্বর অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রাজা দশরথ গুরুতরভাবে আহত হন। এই অবস্থায় অসুস্থ রাজাকে রণক্ষেত্র থেকে তুলে এনে কেকয়ী সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। আর এই সেবা শুশ্রুষায় রাজা দশরথ মুগ্ধ হয়ে কেকয়ীকে দুটি বর দিতে চান। কেকয়ী তখন সময়মতো উক্ত বর চেয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এরপরে দশরথের বড় ছেলে রামচন্দ্রের অভিষেক কালে দাসী মন্থরার কুপরামর্শে কেকয়ী রাজার কাছে প্রতিশ্রুতি মতো বর চেয়ে নেন। প্রথম বর অনুসারে ভারতকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করা এবং দ্বিতীয়বর অনুসারে রামচন্দ্রের ১৪ বছরের বনবাস। দশরথ কেকয়ীকে অন্য বর চাইতে বললেও কেকয়ী তা চাননি। কিন্তু রামায়ণের এই কাহিনীকে মধুসূদন নতুন যুগের ভাবনায় নবরূপে উপস্থাপিত করেছেন। এক্ষেত্রে মধুসূদনের কেকয়ী সরাসরি জানিয়েছেন দশরথ কর্তৃক ভারতকে রাজা করার প্রতিশ্রুতির কথা অথচ দশরথ তা করেননি। সেজন্য কেকয়ী শুধু প্রতিবাদই করেননি উপরন্ত নানাভাবে কটু বাক্যে রাজা দশরথকে বিদ্রুপবাণ বর্ষণ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি-

> "দেশ দেশান্তরে/ ফিরিব; যেখানে যাব, কইব সেখানে/ পরম অধর্মাচারী রঘুকুল পতি।"[৪]

এই পত্রিকাটি সম্বন্ধে সাহিত্য সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন-

> "কেকেই চরিত্রে একটি দৃঢ় উদ্দেশ্য-নিষ্ঠা চিত্র মহাকবি বাল্মীকি আমাদের উপহার দিয়েছেন। মধুসূদনের কল্পিত চরিত্রে এই পুরুষ ভাবটি নেই। কেকয়ীর দেহসুন্দর্যে কামমোহিত দশরথের যে ইঙ্গিত এখানে আছে তাকেই যেন একটি বিশেষ অভিপ্রায়ের দিকে বাড়িয়ে তুলেছেন মধুসূদন। মধুসূদনের কেকয়ীতে পুত্রকে সিংহাসন দানের উদ্দেশ্য কিছু গৌণ, নারীভাবনায় পুরুষভাব আবৃত।"[৫]

'লক্ষণের প্রতি সূর্পনখা' পত্রিকাটিও মাইকেল 'রামায়ণ' থেকে সংগ্রহ করেছেন। তবে রামায়ণের নরমাংশ লোভী রাক্ষসী ও কামসর্বস্ব নারীরূপ বর্জন করে মাইকেল সূর্পনখাকে শাশ্বত প্রেমের নারী সত্তা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। রামায়ণে আছে দণ্ডকারণ্যে সূর্পনখা লক্ষণকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রেম নিবেদন করেন। সূর্পনখা সেক্ষেত্রে কুরূপা বিকট দর্শনের একজন কামনায়-দগ্ধ নারী। সুপুরুষ দেখলেই তার প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু মধুসূদনের সূর্পনখা সে রূপ নন। তার সুর্পনখা পাঠকের হৃদয়ে প্রেম রসের ধারা বর্ষণ করেছেন। তিনি সুর্পনখা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোকে তুলে ধরেছেন। রামায়ণের সূর্পনখাকে বিধবা করে দেখানো হলেও মধুসূদনের সুর্পনখা কিন্তু বিধবা নয়। আর তাঁর চরিত্রটি কুৎসিতও নয় বরং সুন্দরী। এক কথায় সূর্পনখা যেন মধুসূদনের মানস প্রতিমা। তাইতো তাকে বলতে শোনা যায় –

> "তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে/যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে/কহ শীঘ্র।"[৬]

আবার শেষে বলেছে-

> "করো দয়া মোরে/ প্রেম ভিখারিনী আমি তোমার চরণে!"[৭]

- অর্থাৎ সূর্পনখা যেন ঊনবিংশ শতকের এক প্রেমভিখারিনী নারী।

'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রিকাটিও মধুসূদন গ্রহণ করেছেন 'মহাভারত' থেকে। মহাভারতে আছে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে জয় করে নেন। সেদিন থেকেই দ্রৌপদী মনে মনে অর্জুনকেই স্বামীরূপে বরণ করে নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে ভোগ করে অর্জুনের অন্য চার ভাইও। তাসত্ত্বেও দ্রৌপদীর হৃদয়ে যাবতীয় ভালবাসার ডালি সাজানো থাকে অর্জুনের জন্য। মহাভারতের বন পর্বে অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর আসক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এই দ্রৌপদী মধুসূদনের হাতে ঊনিশ শতকের নবজাগরণের প্রতিভু নারীরূপে উঠে এসেছেন। পঞ্চস্বামীর স্ত্রী পরিচয় দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। এই পত্রিকাটি সম্পর্কে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন–

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "পঞ্চস্বামীসহ দ্রৌপদীর বিশেষ চর্চাকে মাতৃভক্তি ও ধর্মবোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন মহাভারতকার তখনকার সমাজ স্বীকৃতদের একটা আশ্চর্য পরিপূরক হিসেবে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের নগর জীবন বোধের কাছে এশুধু অবাস্তবই নয়, এর কল্পনাও ব্যক্তিত্বের বন্ধনস্বরূপ।"[৮]

মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের সঙ্গে মধুসূদনের দ্রৌপদীর পার্থক্য রয়েছে। মহাভারতে দ্রৌপদী অন্যতম প্রধান চরিত্র, গোটা কাব্যের বিভিন্ন স্থানে তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। মহাভারত চিত্রিত এই নারী চরিত্র মধুসূদনের কল্পনাকে আদৌ স্পর্শ করেনি। মধুসূদন অবশ্য একটি বিশিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রৌপদীর একটি বিশিষ্ট মনোভাবের চিত্র এঁকেছেন, তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে উপস্থিত করেননি। কিন্তু একটা দীপ্তি ও সাহসের তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও মধুসূদনের দক্ষতার মধ্য থেকে মহাভারত কথিত এই নারী চরিত্রের আভাস মেলে না। অবশ্য মহাভারত কথার সঙ্গে অন্তত এই চরিত্রের বিষয়ে মধুসূদনের কোন বিরোধ নেই। মধুসূদনের দ্রৌপদীর প্রেমিকা সত্তার একটি নিগুঢ় সত্যকে যেন আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এই কবিতায় এবং তাতে সফল হয়েছেন।

'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতি' পত্রিকাটিও গ্রহণ করেছেন 'মহাভারত' থেকে। তবে মূল মহাভারতে ভানুমতির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। কাশীরাম দাসের মহাভারতে দেখি ভানুমতী হলেন প্রাক্জ্যোতিস্পুরের রাজা ভগদত্ত্বের কন্যা। এই ভানুমতীকে মধুসূদন ধর্মশীল নারী রূপে উপস্থাপন করেছেন। ভানুমতি রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে স্বামী দুর্যোধনকে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি চান শান্তি, রাজ্যের শান্তি, স্বামীর শান্তি, কৌরবদের শান্তি, পাণ্ডবদের শান্তি। তিনি স্বামীকে অনুরোধ করেছেন পাণ্ডবদের পাঁচখানা গ্রাম দিয়ে দেবার জন্য। কেউ কেউ ভানুমতির চরিত্রটির ওপর ওভিদের পেনেলোপের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন। যদিও ভানুমতি পেনেলোপের মতো কামনা-বাসনায় জর্জরিত নারী চরিত্র নয়, তবে তার মধ্যে কাজ করেছে পেনেলোপের মতই বিরহ যন্ত্রণা। মহাভারতের ভানুমতী উপেক্ষিতা নারী চরিত্র কিন্তু মধুসূদন তাকে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা' পত্রিকাটির কাহিনীও নেওয়া হয়েছে মহাভারত থেকে। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একমাত্র কন্যা দুঃশলা। তিনি কুরুরাজ দুর্যোধনের ছোট বোন, আর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্ত্রী। তিনি সঞ্জয়ের মুখে অর্জুনের ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে ভীত হয়ে স্বামী জয়দ্রথকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন। তবে এই পত্রে মধুসূদন কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহাভারতের নাম গুলির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। যেমন- মহাভারতের যেখানে রয়েছে দুঃশলার পুত্র সুরথের কথা কিন্তু এক্ষেত্রে মধুসূদন সুরথের স্থলে মনিভদ্র নামটি ব্যবহার করেছেন।

'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রিকার কাহিনীও মহাভারত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মধুসূদনের নিজস্ব সৃজনকর্মের পরিচয় রয়েছে। এই পত্রিকার কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে মহাভারতের আদি পর্বে ও হরিবংশে। কুরুবংশের রাজা প্রতীপের পুত্র ও মহাবীর ভীষ্মের পিতা শান্তনু একদিন ভাগীরথী তীরবর্তী উপবনে এক সুন্দরী কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চান। উক্ত সুন্দরী কন্যা রাজাকে শর্ত দেন বিয়ের পর তার কোন কাজে রাজা বাধা দিতে পারবেন না। আর যদি বাধা দেন বা কৈফত চান তাহলে তিনি সেই সময়েই রাজাকে ছেড়ে চলে যাবেন। শান্তনু এই শর্তে রাজি হয়ে উক্ত রমণী অর্থাৎ জাহ্নবীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর একে একে সাত পুত্র জন্ম হলে জাহ্নবী তাদের ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দেন। অষ্টম পুত্রের ক্ষেত্রে জাহ্নবী একই কাজ করতে গেলে রাজা শান্তনু বাধা দেন। তখন অষ্টম পুত্র অর্থাৎ অষ্টম বসুকে শান্তনুর হাতে দিয়ে জাহ্নবী অর্থাৎ গঙ্গা বিদায় নেন। মধুসূদন এই কাহিনী গ্রহণ করলেও কিছু কিছু স্থলে পরিবর্তন সাধন করেছেন। যেমন পুরাণে ব্রহ্ম শাপের কথা থাকলেও এখানে রয়েছে বশিষ্ঠের শাপের কথা ও অষ্টম বসুকে নিয়ে গঙ্গার চলে যাবার কথা। আর তিনি চলে যাবার সময় এও জানিয়ে গিয়েছেন যে তিনি আসলে শিব পত্নী। আর শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দেন যে, যতদিন জাহ্নবী প্রবাহিত হবে ততদিন রাজা শান্তনুর গুণগান করবেন।

আলোচনার শেষে আমরা বলবো মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন তার প্রিয় 'Grand mythology of our ancestors' থেকে, তবে এর সঙ্গে মিলে গেছে গ্রিক পুরাণ ও রোমক পুরাণের কাহিনী। তবে সব

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 47 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্ষেত্রেই কিন্তু তিনি সক্রিয় প্রতিভায় চরিত্রগুলিকে নবরূপ দান করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তার 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি হয়েছে পৌরাণিক কাহিনীর নব রূপায়ণ।

Reference:

১. মাইকেলের জন্ম ও পুনজন্ম, দেশ পত্রিকা, ৯১ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃ. ১৬
২. বসু, বুদ্ধদেব, সাহিত্যচর্চা, নবম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩২
৩. সান্যাল, ভবানী গোপাল (সম্পা), মাইকেল মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা: লি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫
৪. তদেব, পৃ. ২২
৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র, মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প, এ কে সরকার এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৩১০
৬. সান্যাল, ভবানী গোপাল (সম্পা), মাইকেল মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা: লি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৪
৭. গুপ্ত, ক্ষেত্র, মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প, এ কে সরকার এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৩০৭
৮. তদেব, পৃ. ৩১৪